

জীবননগর উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভার কার্যবিবরণী

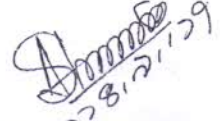
সভাপতিঃ জনাব মোঃ সেলিম রেজা
সভার স্থান : উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষ
তারিখ : ১৪-০৯-২০১৭খ্রিঃ
সময় : সকাল ১২.০০ঘটিকা।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। জীবননগর উপজেলার নদ-নদীর বর্তমান অবস্থা, নদীদখল উচ্ছেদকরণ ইত্যাদি কাজে মনিটরিং ও সমন্বয় করার জন্য “উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির” নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজনসহ নদ-নদী অবৈধ দখল এবং দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও মনিটরিং করার নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.লোয়ার ভৈরব (Lower Bhairab) ভারতের চুল্লি নদী (মাথাভাঙ্গা নদীর ভারতীয় নাম) হতে উৎপত্তি হয়ে বাংলাদেশের জীবননগর উপজেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীটির বেশকিছু অংশ দখলদারদের দখলে ছিল। এর মধ্যে কিছু দখলদার উচ্ছেদ করা হয়েছে। বাকী দখলদারদের উচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কিন্তু নদীটি ছোট ও অগভীর হওয়ায় ক্রমাগত ভাবে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। সরকারি/স্থানীয়ভাবে কর্মসূজন প্রকল্পের মাধ্যমে খনন ও সংস্কার করার বিষয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের ২৩-৭-১৭ ও ২২-১০-১৭খ্রিঃ তারিখের নদীরক্ষা কমিটির সভার কার্যবিবরণীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা ও মতামত ব্যক্ত করা হয়।	নদীটি ছোট প্রকৃতির হওয়ায় সরকারি/কর্মসূজন প্রকল্প গ্রহণ করে খনন/সংস্কার ও অবৈধ উচ্ছেদের বিষয়ে ইতোমধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) জীবননগর মহোদয়ের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট অফিসের সার্ভেয়ার ও সংশ্লিষ্ট ইউ.পি ভূমি সহঃকর্মকর্তা অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ও সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে মর্মে সভায় জানা যায়। জরুরী ভিত্তিতে অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য সহকারী কমিশনার(ভূমি) জীবননগরকে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সহকারী কমিশনার(ভূমি)/ সার্ভেয়ার ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, জীবননগর
২. জীবননগর উপজেলার মাথাভাঙ্গা নদীর শাখা নদী হিসাবে করোতোয়া নদীটির উৎপত্তি। নদীটি বর্তমানে বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। এ ছাড়া বেশ কিছু অংশ অবৈধ দখলদারদের দখলে চলে গেছে। দখলদারদের কাছ থেকে উদ্ধার ও পুংখনন বিষয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের ২৩-৭-১৭ ও ২২-১০-১৭খ্রিঃ তারিখের নদীরক্ষা কমিটির সভার কার্যবিবরণীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা ও মতামত ব্যক্ত করা হয়।	নদীটি বর্তমানে আবদ্ধ অবস্থায় দখল, সীমানা নাব্যতা পরিমাপ এবং সরকারি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার(ভূমি) কে অনুরোধ জানানো হলে তিনি সংশ্লিষ্ট ইউ.পি ভূমি সহঃকর্মকর্তা ও তাঁর অফিসের সার্ভেয়ারকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং জরুরী ভিত্তিতে নদীর বর্তমান অবস্থা জানাবেন মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। বিস্তারিত তথ্য জরুরী ভাবে প্রেরণের জন্য সহকারী কমিশনার(ভূমি) জীবননগরকে প্রতিবেদন দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সহকারী কমিশনার(ভূমি)/ সার্ভেয়ার ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, জীবননগর

<p>৩. উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা বলেন যে, এ উপজেলার যেসব নদী আছে তার অধিকাংশ ভরাট হয়ে গেছে এর ফলে মিঠা পানির মাছের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ সকল নদীসমূহ সংস্কার করে মিঠা পানির মাছের জন্য অভয় আশ্রম গড়ে তুলতে হবে এবং নদী ঝাতে দূষিত না হয় এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।</p>	<p>মিঠা পানির মাছের অভয় আশ্রম ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার জন্য নদী সংস্কার, পনঃখনন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড, চুয়াডাঙ্গা ও সহকারী কমিশনার(ভূমি) জীবননগরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>	<p>নির্বাহী প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড, চুয়াডাঙ্গা ও উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা।</p>
---	---	--



(মোঃ সেলিম রেজা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

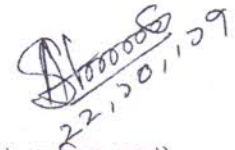
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

স্মারক নং ৪০৫.৪৪.১৮৫৫.০০০.৪৮.০১০.১৭- ১৫৪৬

তারিখ : ২২-১০-২০১৭খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :-

- ১। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা।
- ২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।



(মোঃ সেলিম রেজা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
unajibannagar@mopa.gov.bd